সম্পাদনা পরিষদ

প্রধান উপদেষ্টা
ড. এস. এম. মাহফুজুর রহমান
চেয়ারম্যান, পরিচালনা পর্ষদ
জনতা ব্যাংক লিমিটেড

উপদেষ্টামণ্ডলী
পরিচালকবৃন্দ
অজিত কুমার পাল, এফসিএ, মেশকাত আহমেদ চৌধুরী
কে. এম. সামছুল আলম, মোহাম্মদ আসাদ উল্লাহ
জিয়াউদ্দিন আহমেদ ও মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন

প্রধান সম্পাদক
মোঃ আব্দুছ ছালাম আজাদ এফএফ
ম্যানেজিং ডিরেক্টর অ্যান্ড সিইও

সম্পাদকমণ্ডলী
উপব্যবস্থাপনা পরিচালকবৃন্দ
মোঃ ইসমাইল হোসেন, মোঃ জিকরুল হক
মোঃ জসীম উদ্দিন ও মোঃ আব্দুল জব্বার

নির্বাহী সম্পাদক
দেলওয়ারা বেগম
মহাব্যবস্থাপক
রিসার্চ অ্যান্ড প্ল্যানিং ডিভিশন

সহযোগী সম্পাদকবৃন্দ
জেসমীন আরা, ডিজিএম
রুবেল আহমেদ, এজিএম
রিসার্চ, প্ল্যানিং অ্যান্ড স্ট্যাটিসটিকস ডিপার্টমেন্ট

সম্পাদকীয়

মহান বিজয় দিবসের শুভেচ্ছা।

৪৯তম বিজয় দিবসের এই শুভক্ষণে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি জনতা ব্যাংক পরিবারের বিনম্র শ্রদ্ধা। বঙ্গবন্ধুর স্বাপ্নিক সোনার বাংলাকে বাস্তবে রূপায়ণের জন্য তথা খাদ্য, শিক্ষা, আবাস, স্বাস্থ্য, কৃষি ও ব্যবসাসহ সকল ক্ষেত্রে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করার প্রয়াসে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গতিশীল নেতৃত্বে কাজ করে যাচ্ছে সরকার। দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক এ অগ্রযাত্রায় জনতা ব্যাংকও নিরন্তর ভূমিকা রেখে চলেছে। বৈশ্বিক মহামারি কোভিড-১৯ বিশ্ব অর্থনীতিকে বিপর্যস্ত করে ফেললেও সরকারের দূরদর্শী ও সময়োপযোগী সিদ্ধান্তে বাংলাদেশের অর্থনীতি অনেকাংশে ঘুরে দাঁড়িয়েছে। ব্যাংকটি করোনাকালেও সরকার নির্দেশিত সকল নিয়মাচার ও স্বাস্থ্যবিধি পালন করে নিরবিচ্ছিন্নভাবে ব্যাংকিং সেবা প্রদান করে আসছে। বছরের প্রথম দিকে সাময়িক সময়ের জন্য কিছুটা সমস্যায় আবর্তিত হলেও ব্যাংকের চৌকশ পরিচালনা পর্ষদের সঠিক দিক নির্দেশনায় এবং প্রাজ্ঞ এমডি অ্যান্ড সিইও-এর সুদক্ষ নেতৃত্বে বছর শেষে জনতা ব্যাংক এর সমস্ত সূচকের লক্ষ্য ছুঁতে সমর্থ হয়েছে।

রাষ্ট্রমালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক হিসেবে জনতা ব্যাংক লিমিটেড মুনাফাবিহীন সেবা প্রদান করার পাশাপাশি কর্পোরেট আয়কর, উৎসে কর, ভ্যাট, আবগারী শুল্ক প্রভৃতি বাবদ প্রতি বছরই সরকারি কোষাগারে বড় অংকের রাজস্ব প্রদান করে আসছে।

সময়ের চাহিদার প্রেক্ষিতে প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে গ্রাহকসন্তুষ্টির শীর্ষ ধারায় আকাশচুম্বী সফলতা অর্জনের দৌড়ে জনতা ব্যাংক অনেকাংশে এগিয়ে রয়েছে।

জনতা ব্যাংক লিমিটেডের এ পথচলা সফল হোক।

জনতা ব্যাংক লিমিটেড
উন্নয়নে আপনার বিশ্বস্ত অংশীদার

জনতা ব্যাংক ত্রৈমাসিক বুলেটিন

৭ম বর্ষ | ৪র্থ সংখ্যা | ডিসেম্বর ২০২০

মহান বিজয় দিবসে জনতা ব্যাংকের শ্রদ্ধা নিবেদন

ভার্চুয়াল আলোচনা সভা ও দোয়া মাহ্‌ফিল

৪৯তম মহান বিজয় দিবস-২০২০ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে জনতা ব্যাংক লিমিটেড কর্তৃক বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। এর অংশ হিসেবে সকাল ৮ টায় ব্যাংকের বোর্ড রুমে ভার্চুয়াল আলোচনা সভা ও মহান মুক্তিযুদ্ধে সকল শহিদদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করে দোয়া মাহ্‌ফিলের আয়োজন করা হয়। ব্যাংকের এমডি অ্যান্ড সিইও মোঃ আব্দুছ ছালাম আজাদ এফএফ-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে সংযুক্ত ছিলেন ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান ড. এস. এম. মাহফুজুর রহমান। ভার্চুয়াল আলোচনায় বিশেষ অতিথি হিসেবে যোগ দেন ব্যাংকের পরিচালক অজিত কুমার পাল, এফসিএ, মেশকাত আহমেদ চৌধুরী, কে. এম. সামছুল আলম, মোহাম্মদ আসাদ উল্লাহ, জিয়াউদ্দিন আহমেদ ও মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন এবং পরিচালনা পর্ষদের পর্যবেক্ষক মোঃ হুমায়ুন কবির। আলোচনায় আরও সংযুক্ত ছিলেন ব্যাংকের ডিএমডি মোঃ ইসমাইল হোসেন, মোঃ জিকরুল হক, মোঃ জসীম উদ্দিন ও মোঃ আব্দুল জব্বার এবং মহাব্যবস্থাপকগণ। এ ছাড়া অফিসার সংগঠনসমূহের নেতৃবৃন্দ, সিবিএ সাধারণ সম্পাদক ও কেন্দ্রীয় শ্রমিক লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক মোঃ আনিছুর রহমান এবং সিবিএ নেতৃবৃন্দসহ বিভিন্ন শাখার নির্বাহী-কর্মকর্তাগণও সংযুক্ত ছিলেন। আলোচনা ও দোয়া মাহ্‌ফিল অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন রিস্ক ম্যানেজমেন্ট ডিভিশনের মহাব্যবস্থাপক মোঃ আসাদুজ্জামান।

ভার্চুয়াল আলোচনা সভায় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত রয়েছেন পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান ড. এস. এম. মাহফুজুর রহমান

এর আগে সকাল ৭.৩০ টায় জনতা ভবন প্রাঙ্গণে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে দিবসের কার্যক্রম শুরু হয়। জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন ব্যাংকের এমডি অ্যান্ড সিইও মোঃ আব্দুছ ছালাম আজাদ এফএফ। এ সময় ব্যাংকের শীর্ষ নির্বাহীবৃন্দসহ অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারিগণ উপস্থিত ছিলেন।

এরপর ব্যাংকের নির্বাহী ও সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী কর্তৃক ধানমন্ডিস্থ ৩২ নম্বরে মুক্তিযুদ্ধের মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়।

মতবিনিময় সভা

বিভাগীয় কার্যালয়, ঢাকা-উত্তর

তারিখ ও স্থান	উল্লেখযোগ্য উপস্থিতি	
২১ নভেম্বর ২০২০ বিভাগীয় কার্যালয় ঢাকা-উত্তর সম্মেলন কক্ষ	**প্রধান অতিথি** মোঃ আব্দুছ ছালাম আজাদ, এফএফ এমডি অ্যান্ড সিইও	**বিশেষ অতিথি** মোঃ ইসমাইল হোসেন, ডিএমডি এ কে এম শরীয়ত উল্যাহ এফসিএ এসিসিএ সিএফও **সভাপতি** আব্দুর রব খান, জিএম

বিভাগীয় কার্যালয়, ঢাকা-দক্ষিণ

তারিখ ও স্থান	উল্লেখযোগ্য উপস্থিতি	
২২ নভেম্বর ২০২০ বিভাগীয় কার্যালয় ঢাকা-উত্তর সম্মেলন কক্ষ	**প্রধান অতিথি** মোঃ আব্দুছ ছালাম আজাদ, এফএফ এমডি অ্যান্ড সিইও	**বিশেষ অতিথি** মোঃ ইসমাইল হোসেন, ডিএমডি এ কে এম শরীয়ত উল্যাহ এফসিএ এসিসিএ সিএফও **সভাপতি** মোঃ সাইফুল আলম, জিএম

বিভাগীয় কার্যালয়, খুলনা

তারিখ ও স্থান	উল্লেখযোগ্য উপস্থিতি	
১৬ অক্টোবর ২০২০ বিভাগীয় কার্যালয় খুলনা	**প্রধান অতিথি** মোঃ ইসমাইল হোসেন ডিএমডি	**বিশেষ অতিথি** মোঃ কামরুজ্জামান খান, জিএম **সভাপতি** মোঃ চয়নূল হক, জিএম

অ্যাসেট লায়াবিলিটি ম্যানেজমেন্ট কমিটির সভা

১১ নভেম্বর ২০২০ তারিখে জনতা ব্যাংক লিমিটেডের এমডি অ্যান্ড সিইও মোঃ আব্দুছ ছালাম আজাদের সভাপতিত্বে ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে অ্যাসেট লায়াবিলিটি ম্যানেজমেন্ট কমিটির (ALCO) জুন'২০ ভিত্তিক ভার্চুয়াল সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ব্যাংকের ডিএমডি মোঃ ইসমাইল হোসেন, মোঃ জসীম উদ্দিন ও মোঃ আব্দুল জব্বারসহ ১২টি বিভাগীয় কার্যালয় ও প্রধান কার্যালয়ের সকল জিএম এবং সংশ্লিষ্ট ডিজিএমবৃন্দ অনলাইনের মাধ্যমে যুক্ত হন। উদ্বোধনী বক্তব্যে এমডি অ্যান্ড সিইও বর্তমান প্রেক্ষাপটে ব্যাংকের সার্বিক অবস্থার আলোকে কর্ম-কৌশল নির্ধারণ করে সবাইকে একসাথে কাজ করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।

জনতা ব্যাংক কর্মকর্তার সাফল্য

জনতা ব্যাংক লিমিটেড, জনতা ভবন কর্পোরেট শাখার প্রিন্সিপাল অফিসার মোঃ আরিফুর রহমান একজন নিষ্ঠাবান ব্যাংকারের পাশাপাশি দেশসেরা অ্যাথলেট হিসেবে সুপরিচিত। ইতোমধ্যে তিনি দেশের বিভিন্ন জেলায় অনুষ্ঠিত হাফ ম্যারাথন, ম্যারাথন ও আলট্রা ম্যারাথনে অংশগ্রহণ করে সফলভাবে তা সম্পন্ন করেছেন। বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো আয়োজিত ট্রেইল ম্যারাথনে (৪২.২ কি.মি.) অংশগ্রহণ করে ১০০ জন প্রতিযোগীর মধ্যে তিনি ৬ষ্ঠ স্থান অর্জন করেন। তা ছাড়া মেরিন ড্রাইভ আলট্রা ম্যারাথন (৫০ কি.মি.) যেখানে দেশ-বিদেশের ১০০ জন দৌড়বিদ অংশগ্রহণ করেন, সেখানেও তিনি ২য় স্থান অর্জন করে নিজেকে সবার সামনে মেলে ধরেন।

শরীয়তপুরের সন্তান মোঃ আরিফুর রহমান একজন দৌড়বিদই নন, একজন অভিজ্ঞ সাঁতারুও। তিনি ৩০ নভেম্বর ২০২০ তারিখে বঙ্গোপসাগরের বাংলা চ্যানেলের (টেকনাফ থেকে সেন্টমার্টিন) লবণাক্ত পানি আর বিশাল ঢেউকে জয় করে ১৬.১ কি.মি. পথ মাত্র ৪ ঘন্টা ৮ মিনিটে অতিক্রম করে প্রতিযোগিতায় ২য় স্থান অর্জন করতে সমর্থ হন।

একজন কৃতি ব্যাংকার, দৌড়বিদ ও একই সাথে একজন দুঃখোর সাঁতারু মোঃ আরিফুর রহমানের উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনার পাশাপাশি জনতা পরিবার ও জনতা ব্যাংক ত্রৈমাসিক বুলেটিনের পক্ষ থেকে তাঁর প্রতি রইলো শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

দ্বিতীয় মেয়াদে জনতা ব্যাংকের ম্যানেজিং ডিরেক্টর অ্যান্ড সিইও হিসেবে নিয়োগ পেলেন মোঃ আব্দুছ ছালাম আজাদ

জনতা ব্যাংক লিমিটেডে দ্বিতীয় মেয়াদে ম্যানেজিং ডিরেক্টর অ্যান্ড সিইও হিসেবে ৯ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে যোগদান করেছেন বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ আব্দুছ ছালাম আজাদ। এর আগে তিনি ৫ ডিসেম্বর ২০১৭ তারিখে জনতা ব্যাংক লিমিটেডে প্রথমবার সিইও অ্যান্ড এমডি হিসেবে যোগদান করে সফলভাবে মেয়াদ পূর্ণ করেন। তারও আগে তিনি একই ব্যাংকে উপব্যবস্থাপনা পরিচালক ও বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের উপব্যবস্থাপনা পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন।

মোঃ আব্দুছ ছালাম আজাদ ১৯৮৩ সালে সিনিয়র অফিসার হিসেবে জনতা ব্যাংকে যোগদানের মাধ্যমে ব্যাংকিং ক্যারিয়ার শুরু করেন। তিনি জনতা ব্যাংকের মাঠ পর্যায়ের বিভিন্ন শাখা, প্রধান কার্যালয়ের বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট ও ডিভিশনের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি সংযুক্ত আরব আমিরাত, ইতালি, যুক্তরাষ্ট্র, সৌদি আরব, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়াসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করেন এবং দেশে-বিদেশে অনুষ্ঠিত ব্যাংকিং বিষয়ক বিভিন্ন ওয়ার্কশপ ও সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন।

মোঃ আব্দুছ ছালাম আজাদ ১৯৫৮ সালে সিরাজগঞ্জ জেলার শাহজাদপুর উপজেলাস্থ চর নবীপুর গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম আনসার আলী ও মাতার নাম সূর্য বানু নেছা। মোঃ আব্দুছ ছালাম আজাদ এক কন্যা ও এক পুত্র সন্তানের জনক।

মোঃ আব্দুছ ছালাম আজাদ পাবনা এডওয়ার্ড কলেজ থেকে এইচএসসি ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যে সম্মানসহ স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি ইন্সটিটিউট অব ব্যাংকার্স, বাংলাদেশ-এর একজন সম্মানিত ডিপ্লোমেড এসোসিয়েট।

মোঃ আব্দুছ ছালাম আজাদ একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা। ভারতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হয়ে ১৯৭১ সালে তিনি মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে সরাসরি অংশগ্রহণ করেন।

বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে ম্যানেজিং ডিরেক্টর অ্যান্ড সিইও'র শ্রদ্ধা জ্ঞাপন

মোঃ আব্দুছ ছালাম আজাদ এফএফ ২য় মেয়াদে এমডি অ্যান্ড সিইও হিসেবে জনতা ব্যাংক লিমিটেডে যোগদানের অব্যবহিত পরে ধানমন্ডির ৩২ নম্বরে অবস্থিত জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। সেখানে তিনি কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে শহিদদের রুহের মাগফেরাত কামনা করেন। এ সময় ব্যাংকের ডিএমডি মোঃ ইসমাইল হোসেন, মোঃ জিকরুল হক, মোঃ জসীম উদ্দিন ও মোঃ আব্দুল জব্বার, মহাব্যবস্থাপকগণসহ উর্ধ্বতন নির্বাহীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

১। পটভূমি

জাতিসংঘের সদস্য দেশসমূহের সমন্বয়ে ১৯৯২ সালে ব্রাজিলের রাজধানী রিও-ডি-জেনিরো'তে আর্থ সামিট অনুষ্ঠিত হয়। এই সামিট বাংলাদেশে ধরিত্রী সম্মেলন নামে সমধিক পরিচিত। সম্মেলনের অফিসিয়াল নাম ছিল United Nations Conference on Environment and Development। এর ঠিক ২০ বছর পরে ২০১২ সালে ব্রাজিলের একই শহরে রিও+২০ নামে আরও একটি সামিট অনুষ্ঠিত হয়। এই সামিটেই টেকসই উন্নয়ন ধারণা জন্ম লাভ করে। Rio-20 Summit-এ Kyoto Protocol (গ্রিন হাউজ গ্যাস নির্গমন হ্রাস সংক্রান্ত বহুরাষ্ট্রীয় আন্তর্জাতিক চুক্তি) বাস্তবায়নের মেয়াদ ২০১২ হতে ২০২০ পর্যন্ত বর্ধিত করার প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়। একই সাথে সিদ্ধান্ত হয় যে, ২০২০-এর পরে কী হবে তা ২০১৫ সালে অনুষ্ঠিতব্য প্যারিস সামিটে নির্ধারণ করা হবে। লক্ষ্য করার বিষয় হলো ২০১৫ সাল MDGs বাস্তবায়নের শেষ বছর।

মোটা দাগে বলা যায় যে, ধরিত্রী সম্মেলনে Environment and Development শব্দ দু'টি একীভূত হয়ে বিশ্বনেতাদের উন্নয়ন এজেন্ডায় অন্তর্ভূক্ত হওয়া, কিয়োটো প্রটোকলে Combat Against GHG (Greenhouse Gas) Emission-এর Commitment এবং এর ধারাবাহিকতায় Rio-20 Summit-এ টেকসই উন্নয়ন ধারণা জন্মলাভ করে। সর্বশেষ ২০১৫ সালের ২৫-২৭ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৭০তম অধিবেশনের আলোচ্যসূচি নম্বর-70/1 'A/RES/70/1- Transforming our world: The 2030 Agenda for Sustainable Development'-এর ওপর আলোচনার মাধ্যমে SDGs নির্ধারিত হয়।

২। এসডিজি'র ধারণা (Concept)

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG) হলো জাতিসংঘ প্রণীত ভবিষ্যত আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংক্রান্ত একগুচ্ছ লক্ষ্যমাত্রা। প্রথমেই টেকসই উন্নয়ন কথাটার মানে বুঝে নেয়া যেতে পারে।

খুব সংক্ষেপে টেকসই উন্নয়ন হলো 'ভবিষ্যত প্রজন্মের চাহিদা পূরণের দক্ষতার সাথে আপস না করে যে উন্নয়ন বর্তমানের চাহিদা পূরণ করতে সক্ষম তা-ই হচ্ছে টেকসই উন্নয়ন।' এক কথায়, ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে বর্তমানের প্রয়োজন মেটানো। এ সংক্রান্ত দুটি উদাহরণ দেওয়া যাক:

(ক) উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য জমিতে মাত্রাতিরিক্ত রাসায়নিক সার প্রয়োগ করলাম। আপাততঃ উৎপাদন বাড়লো কিন্তু জমির উর্বরতা নষ্ট হয়ে ভবিষ্যতে আর ফসলই হলো না। তাহলে বর্তমানের এই উন্নয়ন টেকসই হলো না। আমরা এমন কিছু করব যাতে ভবিষ্যতের জন্য জমির উর্বরতাও রক্ষা হবে আবার উৎপাদনের মাধ্যমে বর্তমানের প্রয়োজনও মিটবে।

(খ) উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য ব্যাপক হারে শিল্পায়ন করলাম, কিন্তু কার্বন নিঃসরণের মাধ্যমে এমন মাত্রায় বায়ু দূষণ হলো যে মানুষের বেঁচে থাকা কঠিন হয়ে গেল, কিংবা শিল্প বর্জ্য ফেলার ফলে নদী বা জলাশয়ের পানি এমন মাত্রায় দূষিত হলো যে, জলজ প্রাণীর অস্তিত্ব হুমকির মুখে পড়ল। এটা টেকসই উন্নয়ন হলো না। বরং এমন মাত্রায় শিল্পায়ন করব বা শিল্পে এমন জ্বালানি ব্যবহার করব যাতে দূষণ কম হয়। পাশাপাশি দূষণ দূর করার উপযোগী প্রাকৃতিক উপায়গুলোকে সংরক্ষণ করব, শিল্প বর্জ্য পরিশোধন করব এবং গ্রিন ইন্ডাস্ট্রি স্থাপন করব। এতে উন্নয়নও হলো ভবিষ্যত উন্নয়নও সুরক্ষা হলো আর এটাই টেকসই উন্নয়ন।

৩। এসডিজি: Dimension, Element & Localization

ক) এসডিজি: Dimension

জাতিসংঘের সদস্যভূক্ত রাষ্ট্রসমূহের জন্য (১) ইকোনমিক গ্রোথ (২) সোশ্যাল ইনক্লুশন (৩) এনভায়রনমেন্টাল প্রটেকশন এই তিনটি প্রধান ডাইমেনশন ইনটিগ্রেশন করে ২০৩০ সালের মধ্যে একটি টেকসই ভবিষ্যত নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে জাতিসংঘ এই গ্লোবাল গোল নির্ধারণ করে।

খ) এসডিজি: Element

৬ টি প্রধান এলিমেন্ট 5P & DIGNITY.

5P - Poverty, Planet, People, Peace, Prosperity.

End poverty, Protect the planet, People Enjoy Peace and Prosperity.

গ) এসডিজি: Localization

টেকসই উন্নয়ন গোল বাস্তবায়নের দায়িত্ব কেবল রাষ্ট্রের বা সরকারের নয়। স্থানীয়করণ প্রক্রিয়া SDGs বাস্তবায়নের অন্যতম কৌশল। সরকারের সকল অঙ্গপ্রতিষ্ঠান, বেসরকারি খাত, ব্যবসায়ী মহল, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান, মিডিয়া, এনজিও, উন্নয়ন অংশীদার, সিভিল সোসাইটি, স্বেচ্ছাসেবী যুব সংগঠন প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান এমনকি রাষ্ট্রের নাগরিকগণ তাদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবন চর্চার মধ্য দিয়ে টেকসই উন্নয়ন দর্শন বাস্তবায়ন করবে যাতে ২০৩০ সালের মধ্যে সার্বিকভাবে জাতিগত স্থায়ী উন্নয়ন নিশ্চিত হয়।

SDGs গ্রহণ ও বাস্তবায়নের সার্বজনীন দর্শনই হলো 'No One Left Behind.'

৪। টেকসই উন্নয়ন গোল ও লক্ষ্যমাত্রাসমূহ

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (Goals) ১৭টি, লক্ষ্যমাত্রা (Targets) ১৬৯টি, বাস্তবায়নের অগ্রগতি মূল্যায়নের সূচক ২৩১টি। প্রণয়নকাল ২০১৫ এবং বাস্তবায়নকাল ২০১৬ হতে ২০৩০ সাল। স্বাক্ষরকারী দেশ ১৯৩টি ।

২০১৫ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৭০তম অধিবেশনে 'ট্রান্সফর্মিং আওয়ার ওয়ার্ল্ড: দ্য ২০৩০ এজেন্ডা ফর সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট' আলোচ্যসূচি হিসেবে গ্রহণ করা হয়। বিশ্বময় দারিদ্র্য বিলোপ, ক্ষুধা ও বৈষম্যের অবসান, জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশ দূষণ রোধে পদক্ষেপ গ্রহণ, স্বাস্থ্য ও শিক্ষায় সুযোগ বৃদ্ধি, মানুষ ও পৃথিবীর প্রতি সংবেদনশীল হওয়া এবং শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান ও অংশীদারিত্ব গড়ে তোলা-এই সকল বিষয় টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট-এর ভিত্তি হিসেবে গৃহীত হয়।

৫। গৃহীত ১৭টি অভীষ্ট এবং অভীষ্টওয়ারি লক্ষ্যমাত্রাসমূহ: সংক্ষিপ্ত আলোচনা

গোল নং	গোল	লক্ষ্যমাত্রা
এসডিজি ১	দারিদ্র্য বিলোপ (No Poverty)	৭টি
এসডিজি ২	ক্ষুধামুক্তি (Zero Hunger)	৮টি
এসডিজি ৩	সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ (Good Health & Well-being)	১৩টি
এসডিজি ৪	অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সমতাসম্পন্ন গুণগত শিক্ষা (Quality Education)	১০টি
এসডিজি ৫	জেন্ডার সমতা ও নারীর ক্ষমতায়ন (Gender Equality & Women Empowerment)	৯টি
এসডিজি ৬	নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন (Clean Water & Sanitation)	৮টি
এসডিজি ৭	সাশ্রয়ী ও দূষণমুক্ত জ্বালানি (Affordable & Clean Energy)	৫টি
এসডিজি ৮	শোভন কাজ ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি (Decent Work & Economic Growth)	১২টি
এনডিজি ৯	অভিঘাত সহনশীল অবকাঠামো, টেকসই শিল্পায়ন এবং উদ্ভাবন (Industry Innovation & Infrastructure)	৮টি
এসডিজি ১০	অসমতা হ্রাস (Reduced Inequalities)	১০টি
এসডিজি ১১	টেকসই নগর ও জনপদ (Sustainable Cities & Communities)	১০টি
এসডিজি ১২	পরিমিত ভোগ ও উৎপাদন (Responsible Consumption & Production)	১১টি
এসডিজি ১৩	জলবায়ু কার্যক্রম (Climate Action)	৫টি
এসডিজি ১৪	জলজ জীবন (Life below Water)	১০টি
এসডিজি ১৫	স্থলজ জীবন (Life on Land)	১২টি
এসডিজি ১৬	শান্তি, ন্যায়বিচার ও কার্যকর প্রতিষ্ঠান (Peace, Justice & Strong Institutions)	১২টি
এসডিজি ১৭	অভীষ্ট অর্জনে অংশীদারিত্ব (Partnerships for the Goals)	১৯টি

৫.১. এসডিজি ১ : দারিদ্র্য বিলোপ (No Poverty)

দারিদ্র্যের কারণ বহুমাত্রিক বিধায় দারিদ্র্য বিলোপের পরিকল্পনাও বহুমাত্রিক। শুধু অর্থের অভাব কিংবা খাদ্যের অভাব দারিদ্র্য নয়। মানুষের মৌলিক চাহিদা অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা ও শিক্ষা এই কয়েকটি অভাব পূরণ হলেই দারিদ্র্য বিমোচন সম্পন্ন হয় না। পুষ্টি, শিশু মৃত্যুর হার, শিক্ষা গ্রহণের সময়কাল, শিক্ষালয়ে উপস্থিতির হার, জ্বালানি ব্যবহার, পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা, সুপেয় পানি ব্যবহার, বিদ্যুৎ ব্যবহার, বাসস্থান ও সম্পদ এই সূচকগুলোও দারিদ্র্যের পরিমাপক।

৫.১.১ : ব্যয় করার ক্ষমতার ভিত্তিতে দারিদ্র্য

(ক) অতি দরিদ্র (Absolute Poor): একজন মানুষের জীবন ধারণের সকল প্রয়োজন মেটানোর জন্য প্রতিদিন ব্যয় করার ক্ষমতা ১.৯০ মার্কিন ডলার-এর নিচে হলে সে অতি দরিদ্র।

(খ) মধ্যম দরিদ্র (Moderate Poor): একজন মানুষের জীবন ধারণের সকল প্রয়োজন মেটানোর জন্য প্রতিদিন ব্যয় করার ক্ষমতা ১.৯০ মার্কিন ডলার হতে ৩.১০ মার্কিন ডলার পর্যন্ত হলে সে মধ্যম দরিদ্র।

৫.১.২ : খাদ্যে ক্যালরি গ্রহণের ভিত্তিতে দারিদ্র্য

বাংলাদেশে দরিদ্রের সংজ্ঞা:

(ক) হত দরিদ্র (Hardcore Poor) : প্রতিদিন একজন মানুষ গড়ে ১৮০০ কিলোক্যালরির কম খাবার গ্রহণ করলে।

(খ) অতি দরিদ্র (Absolute Poor) : প্রতিদিন একজন মানুষ গড়ে ১৮০০ হতে ২১২২ কিলোক্যালরি পর্যন্ত খাবার গ্রহণ করলে।

MDG (2005-2015)-এর প্রভূত সাফল্যের পর বিশ্বময় সমন্বিত ও স্থায়ী উন্নয়ন চিন্তা হতে SDG এর ধারণা জন্ম লাভ করে। ১৯৯০ সালে বিশ্বে ১৯০ কোটি মানুষ অতি দারিদ্র্য সীমার নিচে বাস করত যাদের প্রতিদিনের ব্যয় ছিল বাংলাদেশের ১০৩ টাকার সমান। ২০১৫ সালে এই জনসংখ্যা ৮৩ কোটিতে নেমে আসে।

সাম্প্রতিক এক পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, বিশ্ব জনসংখ্যার ৮.৬% বা ৬৭৬ মিলিয়ন মানুষ অতি দারিদ্র্য (Extreme Poverty) সীমার নিচে বসবাস করে। এই জনসংখ্যার দৈনিক গড় আয় ১.৯ মার্কিন ডলার বা তার কম। ২০১৮ সালে UNDP-এর জরিপ অনুসারে জীবনধারণের মৌলিক চাহিদা ছাড়াও বিভিন্নমুখী (Multidimensional) দারিদ্র্যের শিকার ১.৩ বিলিয়ন মানুষ। এই সংখ্যা কমিয়ে No Poverty লেভেলে নামিয়ে আনাই বিশ্ব নেতৃবৃন্দের বড় এক চ্যালেঞ্জ। এটাই এসডিজি ১।

এসডিজি ১ ঃ প্রেক্ষিত বাংলাদেশ

বাংলাদেশ ১৯৯১ সালে দরিদ্র মানুষের হার ছিল ৫৬.৭% যা ২০১৮ সালে ১৮.৬% এ নেমে আসে। এসডিজি ১ বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে সরকারের ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (২০১৬-২০২০) দারিদ্র্য বিমোচন অগ্রাধিকার দিয়ে সরকার নিম্নরুপ লক্ষ্যমাত্রা গ্রহণ করে।

Poverty Line	2016	2017	2018	2019	2020
Upper Poverty Line (% of population)	23.5	22.3	21.0	19.8	18.6
Lower Poverty Line (% of population)	12.1	11.2	10.4	9.7	8.9

SDGs সফলভাবে বাস্তবায়নের জন্য সরকার বিভিন্ন নীতি ও কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই জাতীয় প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করা, সামাজিক সুরক্ষা বলয়ের বিস্তৃতি ও কার্যকারিতা বাড়ানো, জেন্ডার সমতা বিধান, ক্ষুদ্র ঋণের প্রসার ঘটানো, আর্থিক অন্তর্ভুক্তি আনয়ন এবং স্থিতিশীল সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিবেশ সৃষ্টি।

মানুষের ক্রয় ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টির নানামুখী নীতি প্রণয়ন করা হয়েছে। শ্রমঘন শিল্পনীতির মাধ্যমে ব্যাপক জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান সৃষ্টির সুযোগ তৈরি হয়েছে। মাইক্রো ও কুটির শিল্প উদ্যোগে অর্থায়ন অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে। এর ফলে নারী জনশক্তি ব্যাপকহারে নারী শ্রমশক্তিতে রূপান্তর হচ্ছে, আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টি হচ্ছে। সরকারের ঋণনীতিতে নারী উদ্যোক্তা তৈরির অর্থায়ন অগ্রাধিকার পাচ্ছে, সেই সাথে নানা প্রণোদনাও পাচ্ছে। ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ এখানে উদ্যোগী ভূমিকা পালন করছে।

এসব পদক্ষেপ গ্রহণ করার কারণে উল্লেখযোগ্য মাত্রায় দারিদ্র্য হার হ্রাস পেয়ে World Human Development Index-এ মোট ১৮৯টি দেশের মধ্যে ২০১৮ সালে বাংলাদেশের অবস্থান ১৩৬তম হয়েছে যা ২০১৬ সালে ছিল ১৩৯তম।

নাগরিক হিসাবে আমরা কী করতে পারি? No one left Behind কথাটির মানেই হলো **সকলে সকলকে সাথে নিয়ে সকলের জন্য**। এটাকে প্রেরণা হিসেবে ধরে নিয়ে অন্তত আমরা নিচের তিনটি কাজ অনুসরণ করতে পারি।

➢ প্রভাব-অনুদান (Impact Donation): সকলের পৃথক দানের টাকা একত্র করে এমন অনুদান করা যাতে দান গ্রহীতার কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়। প্রসঙ্গত আমার দেখা মুভি থেকে একটা দৃষ্টান্ত উল্লেখ করছি। সকালে পার্কের পাশে বসে একজন ভিক্ষুক ভিক্ষা চাইছেন, কেউ কেউ দিচ্ছেনও। একজন প্রাতঃভ্রমণকারী এটা দেখে বাসায় এসে তার ওজন মাপার যন্ত্রটি নিয়ে ভিক্ষুককে দিলেন এবং ঐ যন্ত্র দিয়ে নিজের ওজন মেপে বিনিময়ে ভিক্ষুককে একটি টাকা দিলেন। এরপর থেকে অন্যরা আর ভিক্ষা না দিয়ে নিজেদের ওজন মেপে বিনিময়ে একটি করে টাকা দিলেন। এভাবে ভিক্ষুক উদ্যোক্তায় পরিণত হলেন। ভিক্ষার থালায় জমা হতে থাকল রোজগারের টাকা।

➢ কর্মসৃজন-অনুদান (Donation to Cause): একজন কর্মক্ষম অথচ কর্মহীন মানুষকে সকলে মিলে একটি চায়ের দোকান করে দেওয়া বা একটি রিক্সা বা একটি ছোট দোকান করে দেওয়া যায় যাতে সে ধীরে ধীরে স্বাবলম্বী হতে পারে।

➢ যাকাত (Zakat in Islam): যাকাতের টাকায় একেক জন দরিদ্রকে শাড়ি বা লুঙ্গি না দিয়ে সব টাকা দ্বারা এক বা একাধিক পরিবারকে আয়-বর্ধক ক্ষুদ্র উদ্যোগ তৈরি করে দেওয়া যায়।

(বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট-এর সবক'টি অভীষ্ট পর্যায়ক্রমে প্রকাশিত হবে)

অভ্যন্তরীণ অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির পদ্ধতি

মোঃ ইউসুফ মোড়ল
এজিএম
কম্প্লায়েন্স ডিপার্টমেন্ট-ইন্টারনাল
জনতা ব্যাংক লিমিটেড

কমপ্লায়েন্স কর্মকর্তাকে অবশ্যই প্রাতিষ্ঠানিক এবং রাষ্ট্রীয় বিধি-বিধান সংক্রান্ত তীক্ষ্ণ জ্ঞানের অধিকারী হতে হবে। তাদেরকে প্রতিষ্ঠানের আর্থিক বিবরণী এবং দলিলাদি সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধানের তত্ত্বাবধান করতে হয়। অধিকন্তু, একজন কমপ্লায়েন্স কর্মকর্তাকে কমপ্লায়েন্স-এর মান, নীতি ও অডিট কৌশল সংক্রান্ত বিষয়ে দক্ষ হতে হয়।

আপত্তি নিষ্পত্তি বিষয়ক কর্তৃপক্ষীয় সিদ্ধান্ত:

২৫-০৮-২০১৫ তারিখে অডিট অ্যান্ড রিস্ক ম্যানেজমেন্ট কমিটির যৌথ কমিটির ৫ম সভায় আপত্তি নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে নির্দেশনাসমূহ-

- অডিট সম্পন্নের ২ মাসের মধ্যে উদ্বেগজনক (৫০% এর নিচে) শাখার ব্যবস্থাপকগণকে বিভাগীয় প্রধানের মাধ্যমে আবশ্যিকভাবে ব্যাখ্যাপত্র ইস্যু করতে হবে এবং ৪ মাসের মধ্যে আপত্তি নিষ্পত্তির হার ৬০% এ উন্নীত করতে হবে।
- অডিট সম্পন্নের ৬ মাসের মধ্যে আপত্তি নিষ্পত্তির হার ৮০%-এ উন্নীত করতে হবে এবং উক্ত সময়ের মধ্যে আপত্তি নিষ্পত্তির হার ৮০%-এ উন্নীত করতে ব্যর্থ শাখাসমূহকে ব্যর্থতার কারণ এরিয়া ও বিভাগীয় প্রধানের মতামতসহ কমপ্লায়েন্স ডিপার্টমেন্টে প্রেরণ করতে হবে।

যে শাখার অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির হার খুব ভালো সে শাখা ভালো শাখা এবং Self-assessment-এ তাদের সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপ্তির সুযোগ রয়েছে।

শাখার জবাব প্রাপ্তির পর এরিয়া/বিভাগীয় অফিসের করণীয়:

নির্দেশ বিজ্ঞপ্তি নং-৭৬৮/১৭ তারিখ: ২৫/০৯/২০১৭ এর মাধ্যমে জারীকৃত 'ইন্টারনাল কন্ট্রোল এন্ড কমপ্লায়েন্স পলিসি-২০১৬' এর অনুচ্ছেদ ৬.৯.১-এ শাখার জবাব প্রাপ্তির পর এরিয়া/বিভাগীয় অফিসের করণীয় সম্পর্কে সুস্পষ্ট নির্দেশনা দেয়া আছে যা এরিয়া অফিস এবং বিভাগীয় অফিস যথাযথভাবে অনুসরণ করার পর কমপ্লায়েন্স ডিপার্টমেন্টে পরিপালন জবাব প্রেরণ করবে।

সাধারণ আপত্তিসমূহ এবং সেগুলোর পরিপালন জবাব প্রদানের নমুনা:

(১) আপত্তির সাথে সামঞ্জস্য রেখে আপত্তিতে বর্ণিত অনিয়ম/ব্যতিক্রমগুলো আবশ্যিকভাবে সংশোধনের উল্লেখ করে পরিপালন জবাব প্রেরণ করতে হবে এবং সামঞ্জস্যবিহীন/অগ্রহণযোগ্য জবাব প্রেরণ করা যাবে না (নির্দেশ বিজ্ঞপ্তি নং-৩২১/১৮)।

(২) বিবিধ সম্পদ খাত (সামরিক পেনশন ব্যতীত)/ব্যাংক পেনশন ও সিভিল পেনশন/সাসপেন্স খাত/সান্ড্রি ডিপোজিট খাতসমূহে অডিটকালীন আপত্তিতে উল্লিখিত সমুদয় টাকা সমন্বয়/আদায় করে জবাব প্রেরণ করতে হবে। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রমাণক হিসেবে সংশ্লিষ্ট খাতের সাবসিডিয়ারি লেজারের কর্মসম্পাদন তারিখের বিবরণী, অ্যাডভাইস নম্বর ও ইস্যু এবং রেসপন্ড তারিখ উল্লেখ করতে হবে।

(৩) বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক উত্থাপিত আপত্তির ক্ষেত্রে আপত্তি নিষ্পত্তির জবাবে বহিঃনিরীক্ষায় ১০০% আপত্তি নিষ্পত্তি করে জবাব প্রেরণ করতে হবে।

জেনারেল ব্যাংকিং, ক্যাশ, হিসাব, বিল্‌স-রেমিট্যান্সে নিম্নবর্ণিত অনিয়মগুলো পরিলক্ষিত হয়:

জেনারেল ব্যাংকিং/সাধারণ বিভাগ

- আপত্তি: তিন বছরের অধিককাল কর্মরত জনবলের আপত্তি।
- জবাব: উপযুক্ত জনবল পদায়নপূর্বক তিন বছরের অধিককাল কর্মরত জনবল বদলীর বিষয়ে নিয়ন্ত্রণকারী অফিসকে পত্র দিয়ে উক্ত পত্রের কপিসহ পরিপালন জবাব লিখতে হবে।
- আপত্তি: অর্গানোগ্রামে উল্লিখিত জনবলের অধিক জনবল পদায়ন সংক্রান্ত আপত্তি।
- জবাব: কর্মরত অধিক জনবল বদলীর বিষয়ে নিয়ন্ত্রণকারী অফিসকে পত্র দিয়ে উক্ত পত্রের কপিসহ পরিপালন জবাব লিখতে হবে।
- আপত্তি: ভল্টের চাবি বদল/পরিবর্তন প্রসঙ্গে।
- জবাব: ভল্টের চাবি বদল/পরিবর্তন করে কোন শাখার মাধ্যমে বদল করা হয়েছে এবং কবে করা হয়েছে তা জানিয়ে জবাব লিখতে হবে।
- আপত্তি: কর্মবন্টন তালিকা ৬ মাস অন্তর আবর্তনমূলকভাবে অফিস অর্ডারের মাধ্যমে জারি না করা এবং কর্মবন্টন তালিকা সংক্রান্ত ফাইল সংরক্ষণ না করা [নিঃ বিঃ-৩২৪৭ এর পরিপন্থি]।
- জবাব: সর্বশেষ কোন তারিখে কর্মবন্টন তালিকা করা হয়েছে তা উল্লেখ করে পরিপালন জবাব লিখতে হবে।
- আপত্তি: ব্যাংকিং ব্যবসা পরিচালনার জন্য ট্রেড লাইসেন্স ও শাখা ভবনের ভাড়া চুক্তিপত্র যথাসময়ে নবায়ন না করা।
- জবাব: সর্বশেষ কোন তারিখে কোন মেয়াদে ট্রেড লাইসেন্স ও ভবন ভাড়া চুক্তিপত্র নবায়ন করা হয়েছে তা জানিয়ে জবাব লিখতে হবে।
- আপত্তি: শাখার আগ্নেয়াস্ত্রসমূহের লাইসেন্স নবায়ন, বন্দুক ও গুলির কার্যকারিতা পরীক্ষা।
- জবাব: কর্মসম্পাদন তারিখ ও মেয়াদ উল্লেখ করে পরিপালন জবাব লিখতে হবে।

ক্যাশ বিভাগ

- আপত্তি: দীর্ঘদিন যাবৎ বিপুল পরিমাণ সীমাতিরিক্ত ক্যাশ ভল্টে সংরক্ষণ করা।
- জবাব: ক্রমাগত কমপক্ষে ৭ কর্মদিবস নগদ টাকা ভল্টসীমার মধ্যে সংরক্ষণ করে পরদিনই প্রমাণকসহ (ক্লোজিং ক্যাশ বিবরণী) পরিপালন জবাব প্রেরণ করতে হবে।
- আপত্তি: ভল্টে ছেঁড়া-ফাটা/ময়লাযুক্ত নোট সংরক্ষণ ও বিধি মোতাবেক বিনিময়/বদল না করা।
- জবাব: বদল প্রক্রিয়া উল্লেখ করে প্রযোজ্য প্রমাণকসহ ছেঁড়া/ফাটা নোট বদল করে তারপর পরিপালন জবাব প্রেরণ করতে হবে।
- আপত্তি: শাখাব্যবস্থাপক/অনুমোদিত কর্মকর্তা কর্তৃক নিয়মিত ক্যাশ ক্লোজ না করা।
- জবাব: আপত্তিতে বর্ণিত তারিখগুলো সম্পর্কে সুস্পষ্ট বক্তব্যসহ সহব্যবস্থাপক/অনুমোদিত কর্মকর্তা কর্তৃক ভবিষ্যতে নিয়মিত ক্যাশ ক্লোজ করা হবে মর্মে উল্লেখ করতে হবে।
- আপত্তি: অনুমোদিত নির্বাহী/কর্মকর্তা কর্তৃক ভল্ট বা সেইফের চাবি সংরক্ষণ না করা।
- জবাব: অডিট তারিখের পর হতে অনুমোদিত নির্বাহী/কর্মকর্তা কর্তৃক ভল্ট বা সেইফের চাবি সংরক্ষণ করা হচ্ছে এবং ভবিষ্যতে এই ধারা অব্যাহত থাকবে মর্মে পরিপালন জবাবে উল্লেখ করতে হবে।

আমানত বিভাগ

- আপত্তি: চেক রিটার্ন রেজিস্টার ও স্টপ পেমেন্ট রেজিস্টার সংরক্ষণ ও পরিপালন সংক্রান্ত।
- জবাব: আপত্তিতে বর্ণিত তারিখগুলোর কর্মসম্পাদন করে বর্তমানের নির্দেশনা মোতাবেক রিটার্ন রেজিস্টার ও স্টপ পেমেন্ট রেজিস্টার সংরক্ষণ ও পরিপালন করা হচ্ছে মর্মে উল্লেখ করতে হবে।
- আপত্তি: নতুন আমানত হিসাব খোলার ক্ষেত্রে গ্রাহকের ছবি, নমিনির ছবি এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ট্রেড লাইসেন্স, TIN Certificate, Deed of Partnership, Memorandum of Articles of Association, হিসাব খোলার অনুরোধপত্র, নিয়োগপত্র, নিবন্ধনপত্র, বোর্ড/সভার রেজুলেশন গ্রহণে অনিয়ম।
  জবাব: আপত্তিতে বর্ণিত হিসাবগুলোর কর্মসম্পাদন করে (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রমাণকসহ) জবাব প্রেরণ করতে হবে।
- আপত্তি: দাবিবিহীন আমানতের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা পরিপালন না করা।
- জবাব: বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা মোতাবেক কর্মসম্পাদন করে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রমাণকসহ জবাব প্রেরণ করতে হবে।

হিসাব বিভাগ

- আপত্তি: Excise Duty/Source Tax/VAT/ Service Charge যথাবিধি কর্তন/ আদায়করণসহ সকল খাতের Statement of Account ষান্মাসিক ভিত্তিতে হার্ডকপি লেজার আকারে বাধাইপূর্বক সুষ্ঠুভাবে সংরক্ষণ ও প্রেরণ সংক্রান্ত।
- জবাব: Excise Duty/Source Tax/ VAT/Service Charge যথাবিধি কর্তন/আদায় করে প্রমাণকসহ জবাব প্রেরণ করতে হবে।
- আপত্তি: নিয়ন্ত্রণযোগ্য ব্যয় খাতে অযৌক্তিকভাবে বাজেটাতিরিক্ত খরচ করা।
- জবাব: সংশ্লিষ্ট বিষয়ে নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের অনুমোদন প্রাপ্তির পর জবাব প্রেরণ করতে হবে।

ঋণ ও অগ্রিম বিভাগ

- আপত্তি: ডেলিগেশন অব বিজনেস পাওয়ার লঙ্ঘন করে ঋণ মঞ্জুরি/পুনঃতফসিলকরণ।
- জবাব: ডেলিগেশন অব বিজনেস পাওয়ার অনুযায়ী ঘটনোত্তর অনুমোদন বা নবায়ন করার পর নবায়নপত্রসহ জবাব প্রেরণ করতে হবে।
- আপত্তি: মেয়াদোত্তীর্ণ ও ক্ষতি হিসেবে শ্রেণিকৃত ঋণসমূহ দীর্ঘ মেয়াদে আদায়ের নিমিত্তে ঋণ পুনঃতফসিল করে জবাব প্রেরণ।
- জবাব: ঋণ পুনঃতফসিলের সকল শর্ত মেনে সম্পূর্ণ ঋণ আদায়ের পর হিসাব বিবরণীসহ জবাব প্রেরণ করতে হবে।
- আপত্তি: মেয়াদোত্তীর্ণের পর বিলম্বে নবায়ন পর্যন্ত ২% দণ্ড সুদ আদায় না করা।
- জবাব: মেয়াদোত্তীর্ণের পর বিলম্বকালীন ২% দণ্ড সুদ আদায় করে হিসাব বিবরণীসহ জবাব প্রেরণ করতে হবে।
- আপত্তি: বন্ধকি দলিল, RPA দলিলের সার্টিফাইড কপি/মূল দলিল (টাইটেল ডিড) উত্তোলন করা না হলে।
- জবাব নি: বি: নং-৪৬৭/১৩ অনুসরণ করে কর্মসম্পাদনের পর জবাব দেয়া।
- আপত্তি: সহজামানত সম্পত্তির মূল দলিল (টাইটেল ডিড) ব্যতিরেকে এসআরও টোকেন জমা রেখে ঋণ প্রদান।
- জবাব: এক্ষেত্রে নিঃ বিঃ নং-২৪৩২ মোতাবেক প্রধান কার্যালয়ের ঘটনোত্তর অনুমোদন নেয়ার পর জবাব দেয়া।
- আপত্তি: যৌথ মূলধনী কারবার/লিমিটেড কোম্পানির ক্ষেত্রে পরিচালকগণের ব্যক্তিগত গ্যারান্টি না নেয়া।
- জবাব: পরিচালকগণের ব্যক্তিগত গ্যারান্টি নেয়ার পর জবাব দেয়া।
- আপত্তি: যথানিয়মে প্যারিপ্যাসু চার্জ সৃষ্টি ও দলিলাদি সংরক্ষণ না করা। চার্জ ডকুমেন্ট ষ্ট্যাম্পবিহীন। চার্জ ডকুমেন্টস ফাঁকা ও তারিখবিহীন রাখা।
- জবাব: সকল ধারা উল্লেখ করে প্যারিপ্যাসু চার্জ সৃষ্টি এবং চার্জ ডকুমেন্ট ষ্ট্যাম্পযুক্ত/ফাঁকা স্থান পূরণ ও সম্পাদন তারিখ লিখে জবাব দেয়া।
- আপত্তি: পল্লী/কৃষি ঋণের ক্ষেত্রে যৌথ সুপারিশ সহকারে শাখাব্যবস্থাপকসহ অপর একজন কর্মকর্তার যৌথ স্বাক্ষরে শাখা পর্যায়ে ঋণ মঞ্জুরি ও বিতরণ না করা।
- জবাব: কর্ম সম্পাদন করে সম্পাদনের তারিখ উল্লেখসহ জবাব দেয়া।

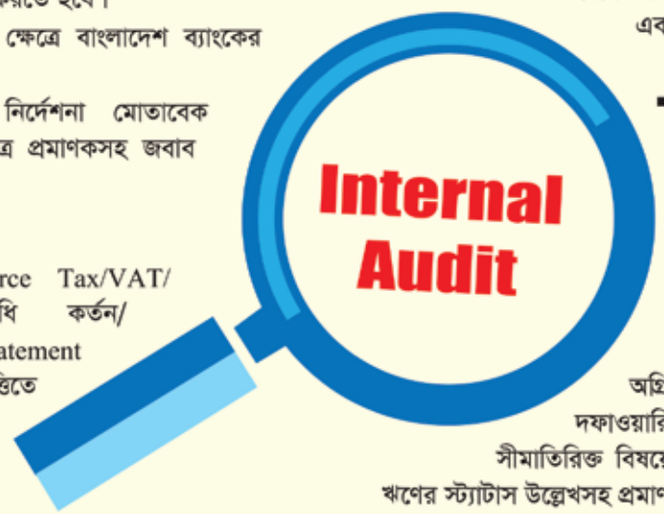

অগ্রিম বিভাগের আপত্তির জবাব অবশ্যই দফাওয়ারি দিতে হবে। লিমিট মেয়াদোত্তীর্ণ, সুদরোপে সীমাতিরিক্ত বিষয়ে আপত্তি থাকলে জবাব প্রেরণের তারিখে ঋণের স্ট্যাটাস উল্লেখসহ প্রমাণক হিসেবে হাল সময়ের ঋণ হিসাব বিবরণী সংযুক্ত করতে হবে। তামাদিকালীন ব্যবস্থাপক/কর্মকর্তাদের দায়ী রাখার বিষয়ে অডিট দলকে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন না করে ঢালাওভাবে দায়ী করলে যথাযথ কর্তৃপক্ষের সাথে আলাপ করে কার্যকর ব্যবস্থা নিতে হবে।

তামাদি ঋণের আপত্তির জবাব প্রেরণ পদ্ধতি

তামাদি ঋণ তামাদিমুক্ত করে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয়/এরিয়া অফিস কর্তৃক তামাদিমুক্তকরণ প্রক্রিয়া সরেজমিনে যাচাই-বাছাই করে সুস্পষ্ট সুপারিশসহ পরিপালন প্রতিবেদন প্রেরণ করতে হয়। উল্লেখ্য, তামাদি আইন-১৯০৮ এর সেকশন-২০ অনুযায়ী আরসিডি সার্কুলার নং-১৬৮ এর অ্যানেক্সার-(ক) আংশিক টাকা জমার মাধ্যমে তামাদি রোধ; তামাদি আইন-১৯০৮ এর সেকশন-১৯ অনুযায়ী আরসিডি সার্কুলার নং-১৬৮ এর অ্যানেক্সার-(খ) টাকা জমাছাড়া শুধুমাত্র অঙ্গীকারনামা গ্রহণের মাধ্যমে এবং আরসিডি সার্কুলার ৩৬/১১ এর অ্যানেক্সার-(খ) তৃতীয় পক্ষের দায় পরিশোধের অঙ্গীকারনামা গ্রহণের মাধ্যমে তামাদি রোধ করা যায়। তা ছাড়া, ১৮৭২ সালের চুক্তি আইনের সেকশন ২৫(৩) অনুযায়ী আরসিডি সার্কুলার নং-১৬৮ এর অ্যানেক্সার-(খ) গ্রহণের মাধ্যমে তামাদিমুক্ত করা যায়।

আপত্তির জবাবে নিম্নোক্ত বক্তব্য থাকলে আপত্তি নিষ্পত্তি করা হয় না

ক. গ্রাহককে পত্র দেয়া হয়েছে
খ. পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে
গ. প্রচেষ্টা অব্যাহত/প্রক্রিয়াধীন আছে
ঘ. সংশোধন করা হচ্ছে
ঙ. সমন্বয় করা হচ্ছে/হবে
চ. উত্থাপিত আপত্তি নিষ্পত্তি না করে এখন থেকে করা হচ্ছে
ছ. আপত্তিটি শাখার ক্ষমতার বাইরে বলে নিষ্পত্তি করা যাচ্ছে না।

পদোন্নতি

পদোন্নতির বছর ২০২০

মহাব্যবস্থাপক হিসেবে ৮ জনের পদোন্নতি

মোঃ আব্দুস সামাদ

মোঃ শহিদুল হক

আব্দুর রব খান

লায়েস আহমদ সাদরুল আলম

মোঃ চয়নুল হক

মোঃ হুমায়ুন কবীর

মোঃ সিরাজুল করিম মজুমদার

মোস্তফা ছাইফুল হক

উপব্যবস্থাপনা পরিচালক পদে ৩ জনের পদোন্নতি

মোঃ মুরশেদুল কবির

মোঃ আমিরুল হাসান

শেখ মোঃ জামিনুর রহমান

Success! এসএসসি ২০২০-এ আরও গোল্ডেন জিপিএ-৫ পেল যারা

A+

তথ্যাদি		ছবি
নাম	- শুভম সঞ্চয়	
পিতা	- মোঃ রওশন আলম এজিএম, অডিট অ্যান্ড ইন্সপেকশন ডিপার্টমেন্ট-কর্পোরেট, প্রঃ কাঃ, ঢাকা।	
মাতা	- নাছিমা খাতুন	
স্কুল/কলেজ	- বরিশাল ক্যাডেট কলেজ, বরিশাল।	
নাম	- মাশফিয়া হোসেন	
পিতা	- মোঃ আকরাম হোসেন সিনিয়র অফিসার, লালদিঘী ইষ্ট কর্পোরেট শাখা, চট্টগ্রাম।	
মাতা	- নাজমা শাহীন আক্তার	
স্কুল/কলেজ	- আব্দুর রহমান গভঃ গার্লস হাই স্কুল পটিয়া, চট্টগ্রাম।	
নাম	- মোঃ ইফতেখার উদ্দিন খোন্দকার	
পিতা	- আশ্রাফ উদ্দিন খোন্দকার, এওজি, গ্রেড-১ লালদিঘী ইষ্ট কর্পোরেট শাখা, চট্টগ্রাম।	
মাতা	- জেসমিন আক্তার	
স্কুল/কলেজ	- কলেজিয়েট স্কুল, চট্টগ্রাম।	

তথ্যাদি		ছবি
নাম	- আজরা মাইশা মুমু	
পিতা	- মোঃ হেলাল উদ্দিন, এজিএম রিটেইল কাস্টমার ডিপার্টমেন্ট-২ প্রঃ কাঃ, ঢাকা।	
মাতা	- রৌশন আরা বেগম	
স্কুল/কলেজ	- ভিকারুননিসা নুন স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা।	
নাম	- প্রেরণা দে মৌ	
পিতা	- বিভূতি ভূষণ দে এজিএম, অডিট অ্যান্ড ইন্সপেকশন ডিপার্টমেন্ট-কর্পোরেট, প্রঃ কাঃ, ঢাকা।	
মাতা	- রিতা রাণী সেন	
স্কুল/কলেজ	- বি এ এফ শাহীন কলেজ কুর্মিটোলা, ঢাকা।	
নাম	- শিহাব শারার	
পিতা	- মোঃ আবদুল গফুর, সিনিয়র অফিসার অডিট অ্যান্ড ইন্সপেকশন ডিপার্টমেন্ট-কর্পোরেট, প্রঃ কাঃ, ঢাকা।	
মাতা	- আম্মাতের নেছা	
স্কুল/কলেজ	- ফয়জুর রহমান আইডিয়াল ইনস্টিটিউট।	
নাম	- সানজিদা আফরিন	
পিতা	- মোঃ মহসিন, কেয়ারটেকার লালদিঘী ইষ্ট কর্পোরেট শাখা, চট্টগ্রাম।	
মাতা	- ইয়াসমিন আক্তার	
স্কুল/কলেজ	- চট্টগ্রাম সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়।	

জনতা ব্যাংকে চালু হলো স্বয়ংক্রিয় ট্রেজারি চালান পদ্ধতি

স্বয়ংক্রিয় ট্রেজারি চালান পদ্ধতির শুভ উদ্বোধন করছেন জনতা ব্যাংক লিমিটেডের এমডি অ্যান্ড সিইও মোঃ আব্দুছ ছালাম আজাদ

স্বয়ংক্রিয় ট্রেজারি চালান পদ্ধতি (Automated Challan System) চালুর মাধ্যমে সরকারের ট্রেজারি কার্যক্রমে যুক্ত হলো জনতা ব্যাংক লিমিটেড। ১ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে জনতা ব্যাংক লিমিটেডের ম্যানেজিং ডিরেক্টর অ্যান্ড সিইও মোঃ আব্দুছ ছালাম আজাদ এফএফ ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে স্বয়ংক্রিয় ট্রেজারি চালান পদ্ধতির শুভ উদ্বোধন করেন। এ সময় ব্যাংকের ডিএমডি মোঃ ইসমাইল হোসেন, মোঃ জিকরুল হক, মোঃ জসীম উদ্দিন ও মোঃ আব্দুল জব্বার, সিএফও এ কে এম শরীয়ত উল্যাহ এফসিএ এসিসিএ, জিএম মোঃ কামরুজ্জামান খান, দেলওয়ারা বেগম এবং ডিজিএম মোঃ ইয়াকুব মিঞাসহ উর্ধ্বতন নির্বাহী-কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

সাতক্ষীরা কর্পোরেট শাখায় এটিএম বুথ উদ্বোধন

সাতক্ষীরা কর্পোরেট শাখার নিয়ন্ত্রণে সাতক্ষীরায় জনতা ব্যাংকের এটিএম বুথ উদ্বোধন করা হয় ২০ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে। একই সাথে শাখাটির নবসজ্জিত ব্র্যান্ডিংয়ের শুভ উদ্বোধন করা হয়। উদ্বোধন করেন জনতা ব্যাংকের ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর মোঃ আব্দুল জব্বার। এ উপলক্ষ্যে শাখায় একটি গ্রাহক সমাবেশের আয়োজন করা হয়। সাতক্ষীরা কর্পোরেট শাখার এজিএম মোঃ রুকনুজ্জামানের সভাপতিত্বে সমাবেশে খুলনা বিভাগীয় কার্যালয়ের জিএম মোঃ চয়নূল হক, প্রধান কার্যালয়ের এস্টেট ডিপার্টমেন্টের ডিজিএম অমল চন্দ্র সরকার, খুলনা কর্পোরেট শাখার ডিজিএম অরুণ প্রকাশ বিশ্বাস, সাতক্ষীরা ও খুলনার এরিয়া ইনচার্জ মোঃ জাকির হোসেন ও মোঃ মিজানুর রহমান, প্রধান কার্যালয়ের কার্ড ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্টের ইনচার্জ মোঃ জাহিদুল আলম, সাতক্ষীরা এরিয়াধীন সকল শাখাব্যবস্থাপকসহ সর্বস্তরের গ্রাহকগণ উপস্থিত ছিলেন।

প্রশিক্ষণ

করোনাকালীন অবস্থার মধ্যেও ভার্চুয়াল প্লাটফর্মে জনতা ব্যাংক স্টাফ কলেজের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অব্যাহত

মানব সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে করোনাকালীন অবস্থায়ও সময়োপযোগী এবং ব্যাংকের চাহিদার সাথে সংগতি রেখে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ওপর ভার্চুয়াল প্লাটফর্মে জনতা ব্যাংক স্টাফ কলেজের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২০ ত্রৈমাসিকে ভার্চুয়াল প্লাটফর্মে মোট ২২টি কোর্স সম্পন্ন হয়েছে এবং এতে মোট ১৭৬০ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন। এ সব কোর্সের মধ্যে 'Implementation of Package Incentive Given to Affected Sectors of Economy by Covid-19' শিরোনামে ১টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের কোর্স অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ ছাড়াও, Government Transaction Under Treasury Rules and Subsidiary Rules, Refresher' Course on Import and Export Finance, Internal Credit Risk Rating System (ICRRS)সহ বিভিন্ন কোর্স সম্পন্ন হয়েছে।

উল্লেখ্য, ব্যাংকে নতুন যোগদানকৃত কর্মকর্তাদের জন্য ২ কর্মদিবস ব্যাপী ওরিয়েন্টেশন কোর্স ২৭-২৮ নভেম্বর ২০২০ ইং তারিখে ভার্চুয়াল প্লাটফর্মে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণ কোর্সটি শুভ উদ্বোধন করেন ব্যাংকের এমডি অ্যান্ড সিইও মোঃ আব্দুছ ছালাম আজাদ এফএফ।

জনতা ব্যাংক রিজিওনাল স্টাফ কলেজ, রাজশাহীতে ভার্চুয়াল ট্রেনিং কোর্স

২৮ নভেম্বর ২০২০ তারিখে জনতা ব্যাংক রিজিওনাল স্টাফ কলেজ, রাজশাহীতে ১ দিনব্যাপী 'Virtual Training Course on Compliance of Audit Objections (Internal & External)' শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্স অনুষ্ঠিত হয়। এই Virtual Training Courseটি রিজিওনাল স্টাফ কলেজ, রাজশাহীর ২০২০ সালের সর্বশেষ কোর্স। রাজশাহী ও রংপুর বিভাগের এবং কুষ্টিয়া এরিয়ার বিভিন্ন শাখা হতে মোট ৮১ জন বিভিন্ন গ্রেডের কর্মকর্তা Zoom App-এর মাধ্যমে সংযুক্ত থেকে প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। কোর্সের উদ্বোধনী ঘোষণাসহ মূল্যবান বক্তব্য প্রদান করেন জনতা ব্যাংক লিমিটেড, বিভাগীয় কার্যালয়, রাজশাহীর জিএম মোঃ সাখাওয়াত হোসেন। সেশন পরিচালনা করেন মনিটরিং অ্যান্ড কমপ্লায়েন্স ডিপার্টমেন্ট, প্রধান কার্যালয়, ঢাকার জিএম শ্যামল কৃষ্ণ সাহা। রিসোর্স পারসন হিসেবে সেশন পরিচালনা করেন এক্সটারনাল ডিপার্টমেন্টের এসপিও ইমদাদুল ইসলাম ও ইন্টারনাল ডিপার্টমেন্টের পিও কিশোর মণ্ডল। কোর্সের সমন্বয়কারী হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন এসপিও মোঃ নুর আলম ও পিও মোঃ আব্দুল হাই। কোর্সটিতে আরও সংযুক্ত ছিলেন অত্র রিজিওনাল স্টাফ কলেজের সকল অনুষদ সদস্য।

প্রেসক্রিপশন

কোভিড ভ্যাকসিন
প্রশ্ন ও উত্তর

ডাঃ মোঃ নুরুল হক খান
চিফ মেডিক্যাল অফিসার
জনতা ব্যাংক লিমিটেড

ভ্যাকসিন কি ও কেন ?

জীবাণুঘটিত রোগ থেকে সুরক্ষার জন্য ভ্যাকসিন প্রয়োগ বিজ্ঞানের অনন্য আবিষ্কার। যে জীবাণু দ্বারা রোগ হয়, তাকে এন্টিজেন বলে। জীবাণু ধ্বংস করার জন্য শরীরের ভেতর যে প্রতিরোধক তৈরি হয়, তা এন্টিবডি। ভ্যাকসিন ভাইরাস-সদৃশ একটি এন্টিজেন যা শরীরে এন্টিবডি তৈরি করে। ফলে রোগজীবাণু অসুখ তৈরি করতে পারে না।

করোনার বিরুদ্ধে এত প্রকার ভ্যাকসিন কেন ?

একটি ভ্যাকসিন আবিষ্কার থেকে প্রয়োগ পর্যায়ে আসতে ১০-১৫ বছর সময় লাগে। কিন্তু করোনার টিকা আবিষ্কারের জন্য পৃথিবীর বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন টেকনোলজি নিয়ে দিনরাত পরিশ্রম করে স্বল্প সময়ের মধ্যে শতাধিক টিকা আবিষ্কার করেছেন, যার মধ্যে ৬-৭টি প্রয়োগের পর্যায়ে এসেছে।

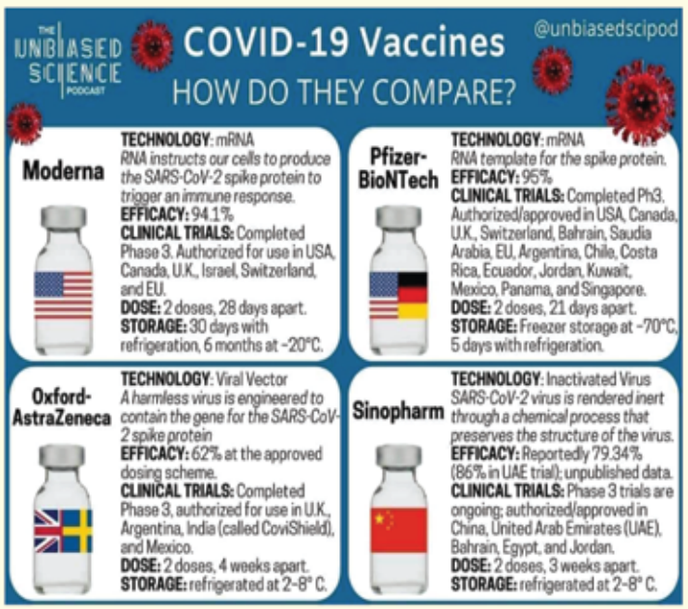

আমাদের দেশে কোন টিকা দেওয়া হচ্ছে ?

ইংল্যান্ডের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীদের আবিষ্কৃত অ্যাস্ট্রাজেনেকা টিকা আমাদের দেশে দেওয়া হচ্ছে। ভারতের সেরাম ইন্সটিটিউট পৃথিবীর সর্ববৃহৎ টিকা উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান, পৃথিবীর ব্যবহৃত অর্ধেক টিকাই এখানে প্রস্তুত হয়ে থাকে। আমাদের দেশের ইপিআই প্রোগ্রামে যত টিকা দেওয়া হয় সেগুলোর প্রায় সবই এখানে উৎপাদিত।

কেন এই টিকাই আমরা নিচ্ছি ?

অ্যাস্ট্রাজেনেকা একটি ভেক্টর ভাইরাস টিকা যা ২-৮ ডিগ্রি সেঃ তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করা যায়। এর সাথে ফাইজার/বায়োএনটেক বা মডার্নার টিকার পার্থক্য, তারা একটি নতুন প্রযুক্তি ব্যবহার করেছে যেখানে mRNA টিকার মুখ্য উপাদান। এই টিকা মাইনাস ৭০ ডিগ্রি তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করতে হয় যা বাংলাদেশের জন্য প্রায় অসম্ভব। এ ছাড়া ভেক্টর ভাইরাস টিকার পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া খুবই নগণ্য।

আইসিটি কর্নার

ডেবিট ও ক্রেডিট কার্ড
সুরক্ষিত রাখার ১০টি উপায়

উদ্যতন চাকমা
সিনিয়র অফিসার
রিসার্চ, প্ল্যানিং অ্যান্ড স্ট্যাটিসটিকস ডিপার্টমেন্ট
জনতা ব্যাংক লিমিটেড

পূর্বে প্রকাশের পর-

৪. টাকা উত্তোলনে ব্যাংকের এটিএম ব্যবহার: আবাসিক হোটেল, রেস্টুরেন্ট বা খাবারের হোটেলে থাকা এটিএম মেশিনের চাইতে ব্যাংকের এটিএম ব্যবহার করা নিরাপদ। এতে সিসি টিভি বসানো থাকে। খেয়াল রাখবেন টাকা তোলার সময় যেন কেউ আপনার কার্ডের তথ্য জানতে না পারে।

৫. কেনাকাটায় ডেবিট কার্ড ব্যবহার পরিহার করুন: কেনাকাটায় ডেবিট কার্ডের পরিবর্তে ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করা উত্তম। কারণ ডেবিট কার্ড ব্যবহারে আপনার মূল ব্যাংক হিসাবে লেনদেন সংঘটিত হয়। ক্রেডিট কার্ডে লেনদেনের একটি সীমা ধার্য করা থাকে এবং পুনঃপুনঃ লেনদেন হতে বিরত রাখে। অন্য দিকে ডেবিট কার্ডে জালিয়াতির ঘটনায় মূল একাউন্টের পুরো টাকা হারানোর সম্ভাবনা থাকে।

৬. ফ্রি ট্রায়ালে কার্ড ব্যবহার করবেন না: ফ্রি ট্রায়ালে বিভিন্ন সেবা গ্রহণ, ভিডিও স্ট্রিমিং বা পণ্য অর্ডার করার জন্য বিভিন্ন কোম্পানি আকর্ষণীয় বিজ্ঞাপন দিয়ে থাকে। আপনার খেয়াল নাও হতে পারে যে, এটি কোনো একটি ম্যাগাজিনের সাবস্ক্রিপশন যার জন্য আপনার কার্ডের তথ্য দিতে হয়। মাস শেষে অতিরিক্ত বিল পে করতে আপনার নিশ্চয়ই ভালো লাগবে না।

৭. ফিশিং (Phishing) থেকে সাবধান: ইন্টারনেটের ভাষায় 'Phishing' হচ্ছে ব্যক্তিগত তথ্য চুরি করার একটি কৌশল। যেমন, ২০০৩ সালে eBay কোম্পানির নামে একটি ফিশিং কেলেঙ্কারি ঘটে যেটিতে ব্যবহারকারীরা একটি মেইল পেয়েছিল যাতে লেখা ছিল এই যে, আপনার একাউন্ট খুব শ্রীঘ্রই স্থগিত করা হবে এবং তা প্রত্যাহার করতে চাইলে ই-মেইলের সাথে প্রদানকৃত লিংকটিতে ক্লিক করার মাধ্যমে ক্রেডিট কার্ডটি হালনাগাদ করতে হবে (আসল eBay এর কাছে যে তথ্যটি ইতোমধ্যেই ছিল)। তাই অপরিচিত কোনো মেইল খোলা বা রিপ্লাই করা উচিত নয়।

৮. অপরিচিত নম্বর থেকে ফোনে কোনো তথ্য শেয়ার করবেন না: অনলাইনে ফিশিং-এর মতো জাতিয়াতি চক্র ফোনের মাধ্যমে আপনার কার্ডের তথ্য হাতিয়ে নিতে পারে। ভুলেও তাদের কথায় বিশ্বাস করবেন না যখন তারা আপনার ক্রেডিট বা ডেবিট কার্ডের তথ্য চাইবে।

৯. মেয়াদোত্তীর্ণ কার্ড নষ্ট করে ফেলুন: মেয়াদ শেষ এমন কার্ড বহন করে বেড়ানো ঠিক নয় এবং যত্রতত্র এটি ফেলে রাখা নিরাপদ নয়। নতুন কার্ড যত দ্রুত সম্ভব একবার হলেও ব্যবহার করে রাখুন।

১০. মোবাইল ব্যাংকিং অ্যাপ্স ব্যবহার: বর্তমানে অধিকাংশ ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহে নিজস্ব মোবাইল ব্যাংকিং অ্যাপ্স পরিষেবা চালু আছে। এতে যে কোনো সময় একাউন্টের ব্যালান্স চেক করা যায়। ফলে সন্দেহজনক লেনদেন সংঘটিত হলে সহজেই বুঝতে পারবেন।

এ ছাড়া যদি কার্ডটি চুরি, ছিনতাই বা হারিয়ে ফেলেন তবে দেরি না করে সঙ্গে সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক কর্তৃপক্ষকে জানাবেন এবং কার্ডটির মাধ্যমে যে কোনো ধরনের লেনদেন সুবিধা বন্ধ রাখবেন। মোটকথা, সকল ধরনের অনলাইন আর্থিক পরিষেবা বিষয়ে আপনাকে আপডেটেড থাকতে হবে।

শাখা উদ্বোধন

১২ নভেম্বর ২০২০ তারিখে জনতা ব্যাংক লিমিটেডের ৯১৬তম সোনাইমুড়ী শাখা, নোয়াখালী ভার্চুয়ালি উদ্বোধন করেন ব্যাংকের ম্যানেজিং ডিরেক্টর অ্যান্ড সিইও মোঃ আব্দুছ ছালাম আজাদ এফএফ। এ সময় ব্যাংকের নোয়াখালী বিভাগীয় কার্যালয়ের মহাব্যবস্থাপক মোঃ রমজান বাহার, সিএফও এ কে এম শরীয়ত উল্যাহ এফসিএ এসিসিএ, সাবেক মহাব্যবস্থাপক শাহাদত হোসেন, প্রধান কার্যালয়ের ডিজিএম (বিডিএমডি) মোঃ মফিজুল ইসলামসহ সংশ্লিষ্ট উপমহাব্যবস্থাপকবৃন্দ ও বিভিন্ন শাখাব্যবস্থাপকগণ অনলাইনে যুক্ত ছিলেন। অনুষ্ঠানটির সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন এরিয়া প্রধান মোঃ আবুল হাসানাত আজাদ (ইনচার্জ)। উন্নত ব্যাংকিং সেবা গ্রাহকদের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিয়ে শাখাটিকে দ্রুততম সময়ে লাভজনক অবস্থানে নিয়ে আসার জন্য ব্যাংকের এমডি অ্যান্ড সিইও মোঃ আব্দুছ ছালাম আজাদ সবাইকে একযোগে কাজ করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।

শাখা স্থানান্তর

অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২০
বিডিএমডি থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে

পুরাতন ঠিকানা	নতুন ঠিকানা
১. ভাটরা বাজার শাখা, লক্ষ্মীপুর গ্রাম/এলাকা: হাসিমপুর ইউনিয়ন: ভাটরা ডাকঘর: ভাটরা বাজার থানা: রামগঞ্জ জেলা: লক্ষ্মীপুর ভবন মালিক: মোঃ শাহজাহান	১. ভাটরা বাজার শাখা, লক্ষ্মীপুর গ্রাম/এলাকা: মামুদপুর ইউনিয়ন: ভাটরা ডাকঘর: ভাটরা বাজার থানা: রামগঞ্জ জেলা: লক্ষ্মীপুর ভবন মালিক: মোঃ আবুল হাসেম পাটোয়ারী ও হোসনে আরা বেগম স্থানান্তরের তারিখ: ০৬.১২.২০২০
২. সাতবাড়িয়া শাখা, চাঁদপুর গ্রাম/এলাকা: সাতবাড়িয়া ইউনিয়ন: ১০ নং উত্তর গোহাট ডাকঘর: রহিমা নগর বাজার থানা: কচুয়া জেলা: চাঁদপুর ভবন মালিক: সৈয়দ হোসেন মজুমদার	২. সাতবাড়িয়া শাখা, চাঁদপুর গ্রাম/এলাকা: সাতবাড়িয়া ইউনিয়ন: ১০ নং উত্তর গোহাট ডাকঘর: রহিমা নগর বাজার থানা: কচুয়া জেলা: চাঁদপুর ভবন মালিক: শাহ জালাল স্থানান্তরের তারিখ: ২০.১২.২০২০
২. জয়পুরহাট শাখা, জয়পুরহাট সড়ক: সদর রোড, ওয়ার্ড নং: ৬, জয়পুরহাট পৌরসভা ডাকঘর: জয়পুরহাট থানা ও জেলা: জয়পুরহাট ভবন মালিক: শ্রী মৃদুল কান্তি নন্দী	৩. জয়পুরহাট শাখা, জয়পুরহাট সড়ক: বড় মসজিদ রোড, ওয়ার্ড নং: ৬, জয়পুরহাট পৌরসভা ডাকঘর: জয়পুরহাট থানা ও জেলা: জয়পুরহাট ভবন মালিক: মোঃ এনামুল করিম চৌধুরী টেডি (মোতওয়াল্লী) স্থানান্তরের তারিখ: ২৭.১২.২০২০

হারিয়েছি যাদের

অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২০ : পিএমআইএস থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে

নাম ও পদবী : শ্রী কমল কৃষ্ণ রায়, সিনিয়র অফিসার
যোগদান তারিখ : ২৩.০৮.১৯৯০
মৃত্যু তারিখ : ০৯.১০.২০২০
শেষ কর্মস্থল : এরিয়া অফিস, দিনাজপুর।

নাম ও পদবী : সজল কুমার রায়, অফিসার-রুরাল ক্রেডিট
যোগদান তারিখ : ০৩.১২.২০১৪
মৃত্যু তারিখ : ১১.১০.২০২০
শেষ কর্মস্থল : সাতপার শাখা, গোপালগঞ্জ।

নাম ও পদবী : গাজী মোঃ আজিজুল হক, অ্যাসিস্ট্যান্ট অফিসার গ্রেড-১
যোগদান তারিখ : ১২.০৯.১৯৮৪
মৃত্যু তারিখ : ১২.১০.২০২০
শেষ কর্মস্থল : আই.ডব্লিউ.টি.এ. কর্পোরেট শাখা, ঢাকা।

নাম ও পদবী : মোঃ দেলোয়ার হোসেন, সিনিয়র অফিসার
যোগদান তারিখ : ১৫.০৮.১৯৮৭
মৃত্যু তারিখ : ১৫.১০.২০২০
শেষ কর্মস্থল : এরিয়া অফিস, নারায়ণগঞ্জ।

নাম ও পদবী : মোঃ আব্দুল খালেক সরকার, সাপোর্ট স্টাফ ক্যাটাগরি-২
যোগদান তারিখ : ২১.০৪.২০১১
মৃত্যু তারিখ : ১৯.১০.২০২০
শেষ কর্মস্থল : কামাল আতাতুর্ক এভিনিউ কর্পোরেট শাখা, ঢাকা।

নাম ও পদবী : গোলাম ফারুক মোঃ শাহজাহান, প্রিন্সিপাল অফিসার
যোগদান তারিখ : ০৫.০১.১৯৮৪
মৃত্যু তারিখ : ১৯.১১.২০২০
শেষ কর্মস্থল : এরিয়া অফিস, গাইবান্ধা।

নাম ও পদবী : মোঃ মনির হোসেন, সিনিয়র অফিসার
যোগদান তারিখ : ১২.০১.১৯৮৪
মৃত্যু তারিখ : ২৫.১১.২০২০
শেষ কর্মস্থল : এরিয়া অফিস, মাদারীপুর।

নাম ও পদবী : মোঃ আলতাফ হোসেন, কেয়ারটেকার (পিয়ন)
যোগদান তারিখ : ০১.০৪.১৯৯১
মৃত্যু তারিখ : ০৩.১২.২০২০
শেষ কর্মস্থল : এরিয়া অফিস, পটুয়াখালী।

নাম ও পদবী : মোঃ আব্দুল হামিদ, অ্যাসিস্ট্যান্ট অফিসার গ্রেড-২
যোগদান তারিখ : ০১.০৪.১৯৯১
মৃত্যু তারিখ : ০৫.১২.২০২০
শেষ কর্মস্থল : ফেনী কর্পোরেট শাখা, ফেনী।

নাম ও পদবী : মোঃ নুরুন্নবী, সাপোর্ট স্টাফ ক্যাটাগরি-২
যোগদান তারিখ : ২১.০৪.২০১১
মৃত্যু তারিখ : ০৬.১২.২০২০
শেষ কর্মস্থল : মতিঝিল কর্পোরেট শাখা, ঢাকা।

নাম ও পদবী : অলোক কুমার ঘোষ, এজিএম
যোগদান তারিখ : ১২.০৯.১৯৮৮
মৃত্যু তারিখ : ১৭.১২.২০২০
শেষ কর্মস্থল : এরিয়া অফিস, যশোর।

নাম ও পদবী : মোঃ সোলেমান প্রধানীয়া, কেয়ারটেকার (গার্ড)
যোগদান তারিখ : ০১.১২.১৯৮৬
মৃত্যু তারিখ : ১৯.১২.২০২০
শেষ কর্মস্থল : কচুয়া শাখা, চাঁদপুর।

নাম ও পদবী : মাহমুদুল লতিফ, সিনিয়র অফিসার
যোগদান তারিখ : ১৮.০৬.১৯৮৪
মৃত্যু তারিখ : ১৯.১২.২০২০
শেষ কর্মস্থল : এরিয়া অফিস, ময়মনসিংহ।

লেখা আহবান

জনতা ব্যাংক ত্রৈমাসিক বুলেটিনে প্রকাশের লক্ষ্যে ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ের বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট, বিভাগীয় কার্যালয়, এরিয়া অফিস এবং শাখা পর্যায়ের বিভিন্ন প্রশংসনীয় কর্মকাণ্ড ও উদ্যোগ, ব্যাংকিং সেক্টরে ব্যক্তিগত বিশেষ অবদান, নিজের বা সন্তানদের কৃতিত্ব, ব্যাংকে চাকরিজীবীদের অবসর ও মৃত্যু সংবাদ, ব্যাংক বিষয়ক সংক্ষিপ্ত রচনা ইত্যাদি ছবিসহ rps@janatabank-bd.com এই ই-মেইলে পাঠানোর জন্য অনুরোধ করা হলো।

জনতা ব্যাংকের সাথে গ্রামীণফোনের সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

জনতা ব্যাংক-গ্রামীণফোন সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে উপস্থিত রয়েছেন জনতা ব্যাংক লিমিটেডের এমডি অ্যান্ড সিইও মোঃ আব্দুছ ছালাম আজাদ এফএফ

টেলিযোগাযোগ, এসএমএস ও ইন্টারনেট সেবা ব্যবহারের জন্য জনতা ব্যাংক লিমিটেড এবং গ্রামীণফোন লিমিটেডের মধ্যে ১৫ নভেম্বর ২০২০ তারিখে ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। জনতা ব্যাংকের ম্যানেজিং ডিরেক্টর অ্যান্ড সিইও মোঃ আব্দুছ ছালাম আজাদ এফএফ-এর উপস্থিতিতে ব্যাংকের এস্টেট ডিপার্টমেন্টের ডিজিএম অমল চন্দ্র সরকার এবং গ্রামীণফোনের পরিচালক নাছার ইউসুফ নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে স্বাক্ষর করেন। এ সময় গ্রামীণফোনের চিফ বিজনেস অফিসার কাজী মাহবুব হাছান, জনতা ব্যাংকের ডিএমডি মোঃ ইসমাইল হোসেন ও মোঃ জিকরুল হক, সিএফও এ কে এম শরীয়ত উল্যাহ এফসিএ এসিসিএ, কোম্পানি অ্যাফেয়ার্স বিভাগের জিএম হোসেইন ইয়াহ্ইয়া চৌধুরী, ট্রেজারি ও ফরেন ট্রেড ডিভিশনের জিএম মোঃ কামরুজ্জামান খান এবং এস্টেট ও ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের জিএম মোঃ এনামুল হকসহ উভয় প্রতিষ্ঠানের ঊর্ধ্বতন নির্বাহীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

জনতা ব্যাংকের ইতিবৃত্তঃ ডিজিটাল উৎকর্ষতায় ব্যাংকিং সেবা

তথ্য ও প্রযুক্তির সহায়তায় প্রতিনিয়ত নতুন উদ্ভাবন এবং ডিজিটাল উৎকর্ষতায় ব্যাংকিং সেবাকে গ্রাহকের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে জনতা ব্যাংক লিমিটেড অনেকাংশে এগিয়ে রয়েছে। ডিজিটাল বাংলাদেশ স্লোগানটিকে অর্থবহ করে তুলতে ব্যাংকের সকল কর্মকাণ্ডকে অত্যাধুনিক ও যুগোপযোগী করতে ব্যাংকটি নিরন্তর কাজ করে চলেছে। সর্বপ্রথম নব্বইয়ের দশকে দিলকুশায় অবস্থিত জনতা ব্যাংকের সবচেয়ে বড় শাখা লোকাল অফিসকে কম্পিউটারাইজেশনের মাধ্যমে Branch Automation কার্যক্রম শুরু করে বিগত বছরগুলোর নিরবিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা এবং মুজিববর্ষ উদ্‌যাপনের প্রেরণায় ২০২০ সাল শেষে জনতা ব্যাংক লিমিটেড আজ পরিপূর্ণ অনলাইন ব্যাংকিং সেবায় নিয়োজিত।

প্রথমে ব্যাংকের নিজস্ব উদ্ভাবিত JB Soft সহ ৫টি Banking Application Software-এর মাধ্যমে ম্যানুয়্যাল ব্যাংকিংয়ের ধারাকে বাতিল করে সকল শাখায় কম্পিউটারে Live Operation পরিচালনা করা হয়। পরবর্তীকালে উন্নত ও অধিকতর নিরাপদ ব্যাংকিং সেবা প্রদানের লক্ষ্যে Switzerland ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান Temenos-এর Number-1 World Ranking Software (Gartner), T-24 কে নির্বাচিত করা হয়। ২০১২ সালে ৫টি শাখা থেকে শুরু করে ২০১৫ থেকে ২০১৭ সালের মধ্যে প্রায় সকল শাখায় (৯০৯টি) Core Banking System (CBS) বাস্তবায়ন করা হয়েছে। ২০২০ সালে করোনা পরিস্থিতির মধ্যেও ব্যাংক কর্তৃপক্ষের নিবিড় তদারকিতে সকল শাখায় গ্রাহকদেরকে Centralized Real Time Online Core Banking System-এর আওতায় এনে সকল মডিউলে অর্থাৎ আমানত, স্কিম ও ঋণ হিসাবসমূহে অনলাইন ব্যাংকিং সেবা প্রদান করতে সম্ভব হয়েছে। পাশাপাশি ADC (Alternate Delivery Channel)-এর আওতায় BACH, BEFTN, RTGS, SMS Notification System ও E-wallet Based ব্যাংকিং সিস্টেম চালু করে গ্রাহকগণকে আন্তঃব্যাংক লেনদেন সেবা প্রদান করা হচ্ছে। এ ছাড়া ২০০৩ সাল থেকে Q-Cash Consortium-এর আওতায় ATM Debit ও Credit Card চালু করা হয় এবং ২০১৬ সালে বাংলাদেশ ব্যাংকের National Payment Switch Bangladesh (NPSB)-এর সাথে ATM যুক্ত করে CBS-এর সাথে Interfacing-এর মাধ্যমে ATM সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে।

Janata Bank

JB PHONE

সম্প্রতি গ্রাহকদের সুবিধার্থে জনতা ব্যাংকের সকল শাখা ও এটিএম বুথের অবস্থান, ফোন নং ও ই-মেইল অ্যাড্রেস সহজে খুঁজে পেতে এবং ফোন বা ই-মেইল করতে ব্যাংকের নিজস্ব প্রোগ্রামারগণ উদ্ভাবন করেছে Janata Bank নামক অ্যাপ যা গুগল প্লে-স্টোর থেকে ডাউনলোড করে মোবাইলে ব্যবহার করা যায়। ২১ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখে জনতা ব্যাংক পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান ড. এস. এম মাহফুজুর রহমান এটির শুভ উদ্বোধন করেন। গ্রাহকদের হাতে আধুনিক ব্যাংকিং সেবা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে easyJANATA নামে একটি অ্যাপ প্রস্তুত করা হয়েছে যা শীঘ্রই বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে।

উল্লেখ্য, জনতা ব্যাংকে কর্মরত সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীর অফিসিয়াল কাজে যোগাযোগের জন্য উদ্ভাবিত মোবাইল অ্যাপ JB Phone গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। অন্যদিকে, ব্যাংকের সকল শাখার সাপ্তাহিক, পাক্ষিক ও মাসিক বিবরণীসহ সকল বিষয়ের তথ্য প্রদান করে কর্তৃপক্ষের যে কোনো বিষয়ে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করছে OIMS (Overview Management Information System)।

কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা অনুযায়ী করোনাকালীন এই সময়েও ব্যাংকের সকল নির্বাহী, কর্মকর্তা-কর্মচারীর সম্মিলিত প্রচেষ্টায় সারাদেশে নিরবিচ্ছিন্ন গ্রাহকসেবা অব্যাহত রয়েছে এবং ব্যাংকিং সিস্টেমের নিরাপত্তা ও সুরক্ষার জন্য দায়িত্বরত সবাই নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। জনতা ব্যাংক আগামীতে আরও অভিনব প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও তা যথাযথভাবে প্রয়োগ করে আধুনিক ব্যাংকিং সেবা প্রতিটি গ্রাহকের হাতে পৌঁছে দেবে এবং বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে এটাই সবার প্রত্যাশা।

শাকের হাছান খান, পিও (ইঞ্জিঃ) ও উষাতন চাকমা, এসও, আরপিএসডি

রিসার্চ, প্ল্যানিং অ্যান্ড স্ট্যাটিসটিকস ডিপার্টমেন্ট, জনতা ব্যাংক লিমিটেড, প্রধান কার্যালয়, ৪৮ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা ১০০০, ফোন: ৮৮-০২-৪৭১২০১৭৯
ফ্যা ৫: ৮৮-০২-৯৫৫৮৬১৪, ইমেইল: rps@janatabank-bd.com, ওয়েবসাইট: www.janatabank-bd.com, jb.com.bd কর্তৃক প্রকাশিত এবং
জে. এম. প্রিন্টার্স, ১৯১ ফকিরাপুল, কে ওয়াই প্লাজা (৪র্থ ফ্লোর), মতিঝিল বা/এ, ঢাকা, ই-মেইল: jmprinters14@gmail.com হতে মুদ্রিত
আলোকচিত্রী
মোঃ আব্দুল ফাত্তাহ